18 MAY 2012

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

এসএসসিতে পাসে রেকর্ড

ঢাকা বোর্ড	সিলেট	কুমিল্লা	রাজশাহী	যশোর	বরিশাল	দিনাজপুর	চট্টগ্রাম	মাদ্রাসা বোর্ড	কারিগরি বোর্ড
[illegible]	৯১.৭৮	৮৫.৬৪	৮৮.৩৩	৮৭.১৬	৮৬.৯৬	৮৭.১৬	৭৮.৯৬	৮৮.৪৭	৮০.৬৯

■ নিজামুল হক

দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হারে রেকর্ড হয়েছে। দশটি বোর্ডে এবার গড় াসের হার ৮৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল সোমবার শিক্ষামন্ত্রী রুল ইসলাম নাহিদ সচিবালয়ে তার কার্যালয়ে একযোগে সব বোর্ডের ল ঘোষণা করেন। গত বছরের চেয়ে পাসের হার ৪ দশমিক ০৬ ভাগ শি। গত বছর পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের দ্বাদশ বছরে এবার পাসের হার তীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের ংখ্যাও বেড়েছে। এবার ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ২১২ জন। গতবারের চেয়ে ৫ হাজার ৪৬৩ জন বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে। গত বছর ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭৬ হাজার ৭৪৯ জন। এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৬ দশমিক ১৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ হাজার ২৫২ জন।

পাসের হার ৮৬.৩৭

এবারো শহরের স্কুলগুলো ঈর্ষণীয় ফলাফল করেছে। গতকাল এসএসসির ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ফল করা স্কুলগুলোতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সকাল থেকেই মুখরিত হয়ে ওঠে এসব স্কুল প্রাঙ্গণ। ফল প্রকাশের পর অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে, বাদ্য বাজিয়ে, হৈ-হুল্লোড় করে হাতে হাত রেখে, নেচে-গেয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টির দোকানগুলোতেও মিষ্টি কেনার ধুম লেগে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শূন্য হয়ে যায় অধিকাংশ দোকানের মিষ্টি। অনেক অভিভাবককে মিষ্টির দোকান থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়।

সকাল থেকে তাপদাহ উপেক্ষা করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কাঙ্ক্ষিত ফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের অপেক্ষার প্রহর যেন আর শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত তা ধরা দেয় দুপুরে। স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয় পরীক্ষার ফলাফল। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পেরে অনেকেরই আনন্দ পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

এসএসসিতে পাসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অশ্রু দেখা যায়। আবার আশাতীত ফল অর্জন করতে না পেরে কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিক্ষকরা ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানায়।

গতকাল বেলা ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ১০ শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এরপর বেলা একটায় সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ফল ঘোষণা করেন। বেলা আড়াইটায় স্কুলে দেয়া হয় পরীক্ষার ফল। একই সময়ে ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। এছাড়া মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল জানতে পেরেছে।

এবার বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং গণিত ছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আলোকে

১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ ৮২ হাজার ২১২ জন

পাসের হার ৪ বছরের তুলনা

২০১২ : ৮৬ দশমিক ৩৭
২০১১ : ৮২ দশমিক ৩১
২০১০ : ৭৯ দশমিক ৯৮
২০০৯ : ৭০ দশমিক ৮৯

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এবার পাসের হারে এগিয়ে আছে সিলেট। এ বোর্ডে এবার পাসের হার ৯১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। গতবার ছিল ৮১ দশমিক ২৩ শতাংশ। ঢাকা বোর্ডে এবার পাসের হার বেড়েছে। গতবার এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এবার পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। পাসের হারে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে চট্টগ্রাম। এ বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

ঢাকা বোর্ড: এ বোর্ডে এবার পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৩ লাখ ২৪ হাজার ৪৯৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৭৮ হাজার ৮৯২ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১ লাখ ৪০ হাজার ৫৯ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৩৩ জন ছাত্রী।

রাজশাহী বোর্ড: এ বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৩১ হাজার ৯৬৫ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৫৯ জন। এর মধ্যে ৬০ হাজার ৭৭৫ জন ছাত্র এবং ৫৫ হাজার ৭৮৪ জন ছাত্রী।

কুমিল্লা বোর্ড: এ বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ১ লাখ ২৮ হাজার ৫৯১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ১৩১ জন। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৫৫৮ জন ছাত্র এবং ৫৭ হাজার ৫৭৩ জন ছাত্রী।

যশোর বোর্ড: এ বোর্ডে পাসের হার ৮৭ দশমিক ১৬ শতাংশ। ১ লাখ ৩১ হাজার ৭৬৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ১৪ হাজার ৮৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯ হাজার ৭৩৪ জন ছাত্র এবং ৫৫ হাজার ১১৩ জন ছাত্রী।

চট্টগ্রাম বোর্ড: এ বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ। ৮৫ হাজার ৭৬৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৭ হাজার ৭২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৩২ হাজার ৭৪৬ জন ছাত্র এবং ৩৪ হাজার ৯৭৬ জন ছাত্রী।

বরিশাল বোর্ড: এ বোর্ডে পাসের হার ৮৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। ৬৩ হাজার ৩৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৫ হাজার ১১৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ হাজার ৪৯২ জন ছাত্র এবং ২৭ হাজার ৬২৫ জন ছাত্রী।

সিলেট বোর্ড: এ বোর্ডে এবার পাসের হার ৯১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ৫৮ হাজার ৩৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩ হাজার ৫৭৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ হাজার ৮৯৩ জন ছাত্র এবং ২৯ হাজার ৬৮৬ জন ছাত্রী।

দিনাজপুর বোর্ড: এ বোর্ডে পাসের হার ৮৭ দশমিক ১৬ শতাংশ। ১ লাখ ২৩ হাজার ৮০৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৭ হাজার ৯০৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ হাজার ৮৮৯ জন ছাত্র এবং ৫২ হাজার ২০ জন ছাত্রী।

মাদ্রাসা বোর্ড: মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ। পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ৭৩ হাজার ৬৫ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৪০৫ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ২৫ হাজার ৬৬০ জন ছাত্রী। মোট উত্তীর্ণ হয় ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৩২ হাজার ৬৩৭ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৮ হাজার ৯৩৫ জন ছাত্রী। এ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ হাজার ৪৩৬ জন। এর মধ্যে ৯ হাজার ৯৮৬ জন ছাত্র এবং ৩ হাজার ৪৫০ জন ছাত্রী।

কারিগরি বোর্ড: কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮০ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতবার এ হার ছিল ৮১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। ২০১০ সালে এ হার ছিল ৮২ দশমিক ৭২ শতাংশ। এ বছর কারিগরি বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯১ হাজার ১৭০ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৬৬ হাজার ২৩০ জন ছাত্র এবং ২৪ হাজার ৯৪০ জন ছাত্রী। উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৩ হাজার ৫৬৬ জন। এর মধ্যে ৫৩ হাজার ১৭২ জন ছাত্র এবং ২০ হাজার ৩৯৪ জন ছাত্রী। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৫২৪ জন।

এ বছর ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৪ লাখ ১২ হাজার ৩৭৯ জন অংশগ্রহণ করে। পাস করেছে ১২ লাখ ১৯ হাজার ৮৯৪ জন। এর মধ্যে ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৯৫৫ জন ছাত্র এবং ৫ লাখ ৮০ হাজার ৯৩৯ জন ছাত্রী। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ১০ লাখ ৪৮ হাজার ১৪৪ জন। পাস করেছে ৯ লাখ ৪ হাজার ৭৫৬ জন। এর মধ্যে ৪ লাখ ৫৩ হাজার ১৪৬ জন ছাত্র এবং ৪ লাখ ৫১ হাজার ছাত্রী।

গতবারের মতো পাসের হারে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এগিয়ে। এবার ছেলেদের পাসের হার ৮৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ৮৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। গতবার ছেলেদের পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ছিল ৮০ দশমিক ৭২ শতাংশ।

এবার ৮টি শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ হাজার ২৫২ জন। জিপিএ-৫ থেকে ৪-এর মধ্যে রয়েছে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৬ জন, জিপিএ-৪ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৪১০ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৩-এর মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ১৬৩ জন, জিপিএ-৩ থেকে ২-এর মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ১৫৯ জন এবং জিপিএ-২ থেকে ১-এর মধ্যে রয়েছে ১৪ হাজার ৩২৬ জন।

পাঁচটি প্যারামিটারের মাধ্যমে এবারো সেরা স্কুল নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি বোর্ডে ২০টি সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এবারও এসএসসি পরীক্ষায় সকল বোর্ডের মধ্যে সেরা হয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। এ কলেজটির গ্রেড পয়েন্ট ৯৭ দশমিক ১৯ শতাংশ। পরীক্ষার্থী ছিল ৪১২ জন। এদের সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০৬ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে ঢাকার ভেবরার শামসুল হক খান স্কুল এ্যান্ড কলেজ। তাদের পরীক্ষার্থী ছিল ৫০২ জন। পাসের হার শতভাগ। তৃতীয় অবস্থানে আছে আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ। এর পরে আছে যথাক্রমে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মতিঝিল গভ. বয়েজ হাইস্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল।

এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩ হাজার ৩৭৭টি। গতবার এ সংখ্যা ছিল ২ হাজার ১৭টি। ১৪টি প্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল করেছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ২৮টি।

গত ১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে একযোগে ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা শেষ হয় ১৫ মার্চ।